মুজিবনগরে ভুল ব্যানারে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

“দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের ঐক্য, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে এবং উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ও “দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক আলোচনা সভা পালিত হয়েছে।

তবে আয়োজক ও সহযোগী উভয় পক্ষই ভুল ব্যানারে কর্মসূচি পালন করে সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন। এ ছাড়া মুজিবনগর থানার সাবেক ওসিকে বিশেষ অতিথি করা এবং নিজেদের মধ্যে ক্রেস্ট প্রদান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মঙ্গলবার সকাল ৯টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। পতাকা উত্তোলন শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে ভুল ব্যানার টানিয়ে “দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্সের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুজিবনগর থানার সাবেক ওসি মিজানুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) গৌতম কুমার, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাকের আলী।

আলোচনা সভা শেষে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সহযোগী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক বাকের আলী, সহ-সভাপতি শাহানাজ খাতুন এবং সদস্য ইয়ামিন

ইসলাম।

মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।

দেশ পিছিয়ে গেলে এই দায়ভার আমাদের

আমরা ঋণের ফাঁদে পড়ে যাচ্ছি। এই ঋণের ফাঁদ, দুর্নীতি এইসব মিলিয়ে দেশ কিভাবে এগোবে? এখন এগুলো থেকে বেরিয়ে আসার আমাদের পথ খুঁজতে হবে। আমরা যারা সরকারি কর্মকর্তারা আছি, আমাদের বিবেককে প্রশ্ন করার দরকার, মানুষের সেবা করা আমাদের মৌলিক ও নৈতিক দায়িত্ব। আমরা এই দায়িত্ব পালনে যদি সততার পরিচয় না দিতে পারি, তাহলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। এবং এই দেশ পিছিয়ে গেলে এর সম্পূর্ণ দায়ভার আমাদের উপর পড়তে হবে। আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে যে আমরা এ দেশকে ভালবাসি, এ দেশের মানুষের জন্য, এ দেশের জন্য নিজেদেরকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখবো।

আজ মঙ্গলবার সকালে “দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বে আগামীর শুদ্ধতা” এই প্রতিপাদ্যে জেলা শিল্পকলাই আয়োজিত দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন জেলা প্রশাসক ডঃ সৈয়দ এনামুল কবীর। তিনি আরো বলেন, তারুণ্যের উপরে চাপিয়ে দিয়ে আমরা সব সময় নিজেদের দূরে দেখার চেষ্টা করি। তারুণ্য আসবে সামনে, আমরা তো এখন পদ-চেয়ারে বসে আছি। সুতরাং, আমরা যারা দায়িত্ব পালন করছি তাদের উচিত এই দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা।

দুর্নীতির যে ধারণাটি রয়েছে সেটা মূলত ঘুষ নেওয়াকে বোঝায়। এটা ছাড়াও কিন্তু স্বজনপ্রীতিও আছে। স্বজনপ্রীতি বলতে আমার এলাকার মানুষ, আমার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবকে সাহায্য করা আইন-কানুনের বাইরে গিয়ে।

আসলে আমরা যদি এই বিষয়গুলোতেই আবদ্ধ না হই, তাহলে আলোচনা সভা হবে, দিবস পালন হবে, আমাদের এখানে এসে জড়ো হওয়া হবে, সময় নষ্ট হবে কিন্তু আমরা এগোতে পারবো না।

আমাদের সকলকেই শপথবদ্ধ হওয়া উচিত যে আমরা দুর্নীতি বন্ধ করে দেব।

মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহঃ মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম ও কুষ্টিয়া সমন্বিত জেলা কার্যালয় দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ বুলবুল আহমেদ।

এর আগে, ২৩তম আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকাল সাড়ে ৮টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনা, জাতীয় পতাকা ও দুদক পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হবে। সকাল ৯টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ক্লাব গঠন

মেহেরপুর শহরের ৫নং ওয়ার্ডের চক্রপাড়া মোড় এলাকায় আল-মারহুম আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ মনিরুল ইসলাম মনি এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মোঃ ফূর্তি হাসান।

কমিটির অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন সিনিয়র সভাপতি মোঃ মনি সর্দার, সহ-সভাপতি মোঃ শামীম হোসেন, মোঃ সুজন আলী, মোঃ শফি, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোঃ রফি, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ সোহাগ, মোঃ জুয়েল, মোঃ বিল্লাল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইসমাইল হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রতন আলী, মোঃ রাজন আলী, প্রচার সম্পাদক মোঃ মিনার, দপ্তর সম্পাদক মোঃ বিতন, কোষাধ্যক্ষ মোঃ তুহিন, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোঃ রাব্বি

ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শহর আলী।

এছাড়াও সদস্য হিসেবে হয়েছেন মোঃ বাঁধন, মোঃ কালাম, মোঃ শাহীন, মোঃ জীবন, মোঃ মাহাফিল, মোঃ রিটন, মোঃ রিমন, মোঃ মিলন, মোঃ মেহেদী হাসান, মোঃ সোহেল কাজী, মোঃ বাবু ও মোঃ সোহান।

নবগঠিত কমিটি এলাকার যুব সমাজের উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

গাংনীতে গভীর নলকূপ স্থাপনে অনিয়ম তদন্তে গিয়ে প্রকৌশলী লাঞ্ছিত

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিপাকে পড়েছেন গাংনী উপজেলা বিএডিসির (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন) প্রকৌশলীরা। বিএডিসির অনুমোদন ছাড়াই গভীর নলকূপ স্থাপন ও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা এলাকায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

সূত্র জানায়, কড়ইগাছি এলাকার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে ঝন্টু আলী গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য কড়ইগাছি জেএল ৯৬, দাগ ৬৮৯ নম্বর জমির লাইসেন্স পান। কিন্তু লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে তিনি নলকূপ স্থাপন করেন জেএল ৯২, দাগ নম্বর ৩৬২০ নম্বর জমিতে, যা মূল অনুমোদনস্থল থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে। অভিযোগ রয়েছে, পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান রাতারাতি সেখানে অবৈধ সংযোগ প্রদান করেন।

এই ঘটনায় অভিযোগ হওয়ায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি তদন্তের জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন।

এ ঘটনায় তদন্তে যান গত ৪ ডিসেম্বর বিএডিসির উপসহকারী প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম, পল্লী বিদ্যুতের গাংনী জোনাল অফিসের এজিএম ফয়সাল

হোসেন, বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন, পল্লী বিদ্যুতের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাইমুর হোসেন।

তদন্তের সময় ঝন্টু ও তার সহযোগীরা সরকারি কাজে বাধা প্রদান, গালিগালাজ এবং অপমানজনক আচরণ করেন। এতে দেলওয়ার হোসেন শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পরে বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন বাদী হয়ে অভিযুক্ত ঝন্টু, তার ভাই রেন্টু, আব্দুল কাদের ও পিতা মনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিলের সিদ্ধান্ত নেয়।

স্থানীয়রা দাবি করেন, ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের অনিয়মের কারণে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রকৌশলীদের হয়রানি করা হচ্ছে। দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

মেহেরপুরের পুরাতন দরবেশপুরে জামায়াত প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের পুরাতন দরবেশপুর গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকাল ৪টার দিকে পুরাতন দরবেশপুর গ্রামের প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা

আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদর সভাপতি আবুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়নের আমির আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নতুন পিপি নজরুল ইসলাম

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম।

আজ সোমবার দুপুরে আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. ফারুক হোসাইন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম মেহেরপুরের ফৌজদারী পাড়ার বরকত আলী মোল্লার ছেলে। তিনি ১৯৯২ সালে এসএসসি এবং ১৯৯৪ সালে এইচএসসি পাস করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে এলএলবি এবং ২০০০ সালে এলএলএম পাস করেন।

তিনি দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইনজীবী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও তিনি মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের প্যানেল আইনজীবী হিসেবেও হিসেবেও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন

ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে কমিউনিটি মবিলাইজেশন অন চাইল্ড ড্রাউনিং প্রিভেনশন প্রতিপাদ্যে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) আয়োজনে মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মাঠে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, বিগত কয়েক মাসে মেহেরপুরে পানিতে ডুবে ১৪-১৫ টি শিশু-কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গত মাসে ঘটে যাওয়া রাজনগর মল্লিকপাড়ায় একসাথে চার কিশোরীর পদ্মফুল তুলতে গিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। এরপরও গত পাঁচ দিন আগে একই পাড়ায় পানিতে ডুবে তিন বছরের শিশু লাবিবের মৃত্যু হয়। একের পর এক পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় প্রশাসনসহ স্থানীয়দের টনক নড়েছে।

তারা আরও বলেন, পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। সভা-সেমিনারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও শিশুদের সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পানিতে ডুবে যাওয়া মানুষকে কী ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সিভিল সার্জন দপ্তরের কর্মকর্তা ডা. ইনজামামুল হক।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম এবং উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদ আহম্মদ।
এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সুধীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, চব্বিশ পরবর্তী সময়ে ঘুষ কল্পনা করা যাবে না। সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ খেতে চাইলে, চাকুরী না করে থালা হাতে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা করুন। এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন। গত তিনটা নির্বাচনে এদেশের তরুণ যুবক ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি। এবারের নির্বাচনে ভোটারদের নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুরে নবযোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথি ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে জোর জবরদস্তি, কারুচুপি, বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষকে মিসগাইড করে, বাঁধা বা শক্তি প্রয়োগ করতে চাইলে সেটা রুখে দেওয়া হবে। সেই সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না। নির্বাচনের দায়িত্বে আমরা যারা থাকবো তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, একটা সুষ্ঠ নির্বাচন করার জন্য।

মিথ্যা গুজব থেকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে ডিসি সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, গুজব, অপতথ্য এবং ভুল তথ্য ছড়িয়ে সমাজকে পিঁড়া দিচ্ছে। সমাজে তিন ধরণের তথ্য আছে, মিস ইনফোরমেশন, ডিসইনফোরমেশন ও ব্যাড ইনফোরমেশন। এই তিনটা তথ্যের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। অপতথ্য বা গুজবের কোনো ভিত্তি নেই। এটার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ক্ষতি করা। ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া এবং ব্যাড ইনফোরমেশন হলো সঠিক তথ্য থাকলেও উদ্দেশ্য ক্ষতি করা। এই তিনটা তথ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই তথ্য যাচাই-বাছাই না করা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো তথ্য শেয়ার না দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান তিনি।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ইলেকশন কমিশন এই কাজগুলো বা ইনফরমেশনগুলো ছড়াচ্ছে তাদের চিহ্নিত করার জন্য কাজ শুরু করেছেন। যারা এসব মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিষয়ে সঠিক এবং সত্য তথ্যটা তুলে ধরতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়া গাংনীর বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, মাদক নিয়ে কাজ করার জন্য সমাজের সকলের সহযোগীতা চান তিনি। তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলায় সারের কোনো ঘাটতি নেই। জেলার কৃষি জমিগুলো তিন ফসলি হওয়ায়, কৃষকরা তাদের জমিতে মাত্রাতিরিক্তি সার প্রয়োগ ও সিস্টেমের সমস্যার কারণে সার সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন।

জেলার কৃষক ও কৃষির কথা বিবেচনা করে অতিরিক্ত ২ হাজার মেট্রিকটন সারের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ৪’শ মেট্রিকটন টিএসপি ও ৪’শ মেট্রিকটন ডিএপি সার অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়েছে।

মাদকের হটস্পটগুলোতে অভিযান চালানো শুরু হয়েছে উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক বলেন, মাদক কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না। মাদক নিমুর্লে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকের হটস্পট চিহ্নিত করে যারা যারা মাদকের সাথে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও মিডিয়া কর্মীদের একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে টিমওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, সরকারি কর্মকর্তারা কিছুদিনের জন্য আপনাদের এলাকায় সেবা দিতে আসেন। সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এলাকার

এসময় সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রধানগণ, এনজিও প্রতিনিধি, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবীর গাংনীতে পৌঁছালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

এসডিসির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে প্রশাসন

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশের পর অভিযুক্ত এনজিও সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির (এসডিসি) বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খাইরুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে তদন্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অভিযোগকারীদের সাথে কথা বলা হয়েছে, তাদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে।

এদিকে, অভিযোগকারী রোকেয়া খাতুন ও তার স্বামী কাজী মঈন উদ্দিনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাদের এখনো নতুন ঋণ দেওয়া হয়নি। অথচ সংবাদ প্রকাশের কয়েকদিন আগে এসডিসির মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক জিনারুল ইসলাম বলেছিলেন, সপ্তাহখানেক পর তাদের ঋণ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ২৭ নভেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিন ছাপা ও অনলাইন সংস্করণে এসডিসির বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রকাশিত সংবাদ পাঠকদের জন্য পুনরায় তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুরের বাড়াদী বাজারের ব্যবসায়ী রোকেয়া খাতুন সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) মেহেরপুর শাখার বিরুদ্ধে ঋণ প্রদানে অনিয়ম, জোরপূর্বক পণ্য বিক্রি ও প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন।

বিষয়টি নিয়ে তিনি সম্প্রতি মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।

অভিযোগে রোকেয়া খাতুন উল্লেখ করেন, তিনি গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে এসডিসি মেহেরপুর শাখা থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তবে ঋণ নেওয়ার শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা তাকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি টেলিভিশন ও একটি ওয়াটার হিটার কিনতে বলেন। পণ্য দুটির মূল্য ধরা হয় ৫৪ হাজার টাকা, যা বাজারদরের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি বলে দাবি তার।

ঋণমূল্য ও পণ্যমূল্য মিলিয়ে তার নামেই মোট ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা ঋণ দেখানো হয়।

রোকেয়া খাতুন অভিযোগ করেন, এসডিসির ম্যানেজার জিনারুল ইসলাম তাকে আশ্বাস দেন ঋণের টাকা সুদসহ অগ্রিম পরিশোধ করলে তাকে পুনরায় নতুন লোন দেওয়া হবে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি ধার-দেনা করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ঋণের পুরো টাকা পরিশোধ করেন।

কিন্তু টাকা পরিশোধের দুই মাস অতিক্রান্ত হলেও তাকে নতুন লোন দেওয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

এর ফলে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে তিনি অভিযোগে করেছেন।

এদিকে, এ অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিন এসডিসির মেহেরপুর কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি গ্রাহককে ঋণ দেওয়ার সময় কোন না কোন ইলেকট্রিক পণ্য জোর করে দেওয়া হচ্ছে। অফিসের একটি কক্ষ শুধুমাত্র এসকল মালামালের স্টোর হিসেবে রাখা হয়েছে।

এসডিসির মেহেরপুর শাখার ম্যানেজার জিনারুল ইসলামের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার সাথে এ ব্যবসা করার কোন অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এমনকি একদিন পর লাইসেন্স সহ কাগজপত্র মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে পৌছে দেওয়ার কথা দিলেও তিনি তা দেননি।

এ ব্যপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম বলেন, এসডিসির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল রবিবার বিকেলে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা।

দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিফ বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা বিএনপির সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক, সাবেক পিপি আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য ও সিনিয়র নেতা আনসারুল হক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, মহিলা দলের নেত্রী নাজমুন নাহার রিনা, নোমিনা, রওশন আরা, সালমা মেরিনা, মনোয়ারা মেম্বারসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।